অধীনতায় স্বাধীনতা

আজাদ আলম

আমাকে প্রশ্ন করা হলো

বার বার কেন ফিরে আসেন এই ধুসর পল্লী পাড়াগাঁয়
কেমন করে বুকে ভরে রাখেন এত অকৃপণ ভালবাসা
বেহুদা দাঙ্গায় পা হারালেন, বাবাকে হারালেন পার্টিবাজ মস্তানদের হাতে
ডেঙ্গু জ্বর প্রায় নিয়েই গিয়েছিল আপনার সোনামণিরে
এর পরেও এই দেশে থাকেন কি করে?
আপনার সাধের বকুল তলা তো আর নেই
বিস্তীর্ণ জামের বাগান এখন ইটের ভাটাবাড়ী
উদাস দুপুরে বাঁশ বনের উদরে ঘুঘু তো আর ডাকে না
এর পরেও এই ধূলিময় জীর্ণ জনপদ ভালবাসেন কি করে
প্রবাসের নিখুঁত পরিপাটি অট্টালিকা ছেড়ে
এই মৃতপ্রায় তিস্তার তীরে বাসা বাধেন কি করে?

উত্তর দিলাম শান্ত স্বরে, তবুও ভাল লাগে চাচার অমূল্য রক্তে কেনা

আমার গ্রামের ধূলিকণা

আছে অনেক দিনের চেনা

গোবিন্দ কাকার মত দেশী মানুষেরা

মায়ের সবুজ সাথীর সাথী, চাচার গেরিলা যুদ্ধের যোদ্ধা গোবিন্দ কাকা

ধান ক্ষেতের আইল পথে এক পায়ে এগিয়ে আসেন কাকা গোবিন্দ চরণ

কথা বলেন অতি সাধারণ অন্তরের গহীন থেকে

দেশ যার ভালবাসায়, স্নেহ যার চোখের মায়ায়,

“তোমাক দেখিবার আনু বাহে, আর কোনবা দিন বাড়ি আসিবেন, মরি যদি যাঁও,

তোমাক দেখিবার আনু বাহে, মন জুরি গ্যালো, হামার দ্যাশের মানুষ বেদ্যাশ থাকি আইসে,

শেকড়ের বড় টান বাহে। ভালো আছেন বাহে? বছদিন বাঁচি থাকেন।

আর কোথায় কে আছে বলো

এমন ছিল ছিল চোখে টেনে নেবে অন্তরের এত কাছে

কোথায় পাবে বল এমন মহান মুক্তিযোদ্ধার সান্নিধ্য

যার অধীনতায় তোমার আমার স্বাধীনতা

ভালবাসবো না কেন বল, প্রাণ খুলে হাসব না কেন বলো,

বার বার ফিরে আসবো না কেন বলো।